দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

010

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : মঙ্গলবার, ৮ই চৈত্র, ১৩৯৪ : ২২শে মার্চ, ১৯৮৮

পরীক্ষা সমাচার

কয়েকজন পুলিশসহ শতাধিক আহত। না, কোন আন্দোলন উদ্ভূত সংঘর্ষের জের নয়। পরীক্ষায় নকল সরবরাহে পুলিশ বাধা দিলে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এ তারই পরিণাম। এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনের ঘটনায় এছাড়া আরো ষাট জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বহিষ্কার করা হয়েছে সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী এবং অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্য দশজন শিক্ষককে। গোটা পরিস্থিতিকে চরম দুর্ভাগ্য আর ন্যক্কারজনক বলার অতিরিক্ত বর্ণনা দেয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। একটা কথাই পরিষ্কার করে বলা যায়, আর তা হচ্ছে এই নকল করতে গিয়ে যারা বহিষ্কৃত হয়েছে কিংবা নকল সরবরাহের প্রচেষ্টায় যারা আহত কিংবা আটক হয়েছে তাদের কারো প্রতি আমাদের কোনো সহানুভূতি নেই। কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে আইন শৃংখলা কর্তৃপক্ষ আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

গোটা বছরের গঠন-পাঠের সমাপ্তি ঘটে এসএসসি পরীক্ষায়। এ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় তরুণ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত। এতে ফাঁকি বাজীর প্রশ্রয় গোটা জীবনের ভিতকেই শূন্য নির্ভর করে তোলে। এমন একটা অবস্থা কোনোক্রমেই কাম্য হতে পারে না। কাম্য নয়ও। এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির পথ ধরে গণটুকাটকি আমাদের শিক্ষাঙ্গণে জেঁকে বসলেও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রতিরোধের কড়া উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে বিশেষ করে রাজধানী নগরীতে স্বাভাবিকতা পুনর্বাসিত হয়েছে বলা চলে। সুস্থতা ফিরিয়ে আনার এ ধারাকে এগিয়ে নেয়াই এ মুহূর্তের বড় প্রয়োজন।

নকল সরবরাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। বিগত বছরগুলোতে গণটুকাটকির জন্যে চিহ্নিত কিছু পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল হয়েছে। আমরা মনে করি প্রয়োজন বোধে বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী পুনর্বিবেচনাসহ আরো কিছু পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করার কথা ভাবা যেতে পারে। শিক্ষা আর পরীক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের অর্থ যদি দাঁড়ায় শিক্ষারস অবলুপ্তি তবে তা দেশবাসীর কাম্য নয়। এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার সময় এসেছে। একমাত্র এভাবেই সম্ভব শিক্ষার রহমুক্তি ঘটানো। পরীক্ষার্থীদের যারা নকল সরবরাহ করেন কিংবা নকল করার সুযোগ করে দেন তাদের অন্তত শিক্ষক বলা যায় না।

শিক্ষার বিকল্প ব্যতিরেকে জাতীয় আশা-আকাংক্ষার পরিপূরণ অকল্পনীয়। সে শিক্ষাই আজ বানচাল হতে বসেছে নকলবাজ আর তাদের দোসরদের চক্রান্তে। ওদের দমনে তাই প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থাই কঠোর গণ্য হতে পারে না। আজ গোটা জাতিকেই ঘোষণা করতে হবে ওদের প্রতি আমাদের কোনোই সহানুভূতি নেই। এতেই কেবল সম্ভব হতে পারে বিপর্যস্ত শিক্ষাঙ্গণে সুস্থতার প্রত্যাবর্তন।